দৈনিক সংবাদ

SEP. 22 2002

তারিখ

পৃষ্ঠা কলাম

ছাত্রদলের চাপ

পাবনা পলিটেকনিকে ভর্তি বন্ধ

পাবনা থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবৈধ হস্তক্ষেপে পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটের ১ম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শত শত মেধাবী ছাত্র ভর্তি হতে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ভর্তি না

বন্ধ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

বন্ধ ঃ ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েই ফিরে যাচ্ছে। জানা যায়, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের চাহিদা মাফিক ভর্তি কোটা মেনে না নেয়ায় ১৮ই সেপ্টেম্বর দুপুরে জেলা ছাত্রদল ও যুবদলের কতিপয় শীর্ষনেতা ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের কয়েকটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং অধ্যক্ষসহ কতিপয় শিক্ষককে অশ্লিল ভাষায় গালাগাল করে। উল্লেখ্য, নিয়মমাফিক এ বছর পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও পাওয়ার টেকনোলজিতে সর্বমোট ২৬০ জন শিক্ষার্থীকে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। এ জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ১৭২২জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ বছর ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখাশেষে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে যুগপৎভাবে মেধার ভিত্তিতে রেজাল্ট দেয়া হয়। যা স্থানীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেনি। ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ 'ডুপ্লিমেসি' করেছে বলে ছাত্রদল অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে মেধাবী ছাত্রদের ভর্তি না করে ছাত্রদল তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি করার অন্যায় দাবি তুলে ক্ষমতার অপব্যবহার দেখাচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এবারে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির সময় প্রায় ২২শ' ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ছাত্রদল জোরপূর্বক ভর্তি গাইড বিক্রির নামে ৩০ থেকে ৪০ টাকা দামের গাইড সাধারণ ছাত্রদের ১০০ টাকায় কিনতে বাধ্য করে। যার মাধ্যমে লক্ষাধিক টাকা ছাত্রদলের নেতারা অবৈধভাবে হাতিয়ে নিয়েছে বলে ভুক্তভোগী সাধারণ ছাত্ররা অভিযোগ করে। এমনকি ছাত্রদল নেতাদের কাছ থেকে ভর্তি গাইড না কেনা পর্যন্ত কোন ছাত্রকেই ভর্তি ফরম দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ১৭ই থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভর্তির কার্যক্রম শেষ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে কেউ ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে তাকে পরবর্তীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে না; বরং তার পরিবর্তে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ক্রমানুযায়ী ভর্তি করা হবে। এ ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্ররা যাতে ভর্তি হতে না পারে সে জন্যই ছাত্রদল ভর্তির সময়সীমা পর্যন্ত ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ রাখার অপকৌশল প্রয়োগ করছে বলে সংশ্লিষ্ট ছাত্ররা অভিযোগ করেছে।